আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর জীবনী

(১ম অংশ)

৭টি মাদানী বাহার সম্বলিত

উপস্থাপনায় : মারকাযি মজলিশে শূরা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

সূচিপত্র

বিবরন	পৃষ্ঠা	বিবরন	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	কিবলার সম্মান	১৮
নব জীবন কিভাবে অর্জিত হলো?	৩	অপারেশনের রাতে তাহাজ্জুদ আদায়	১৯
আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর পরিচিতি	৭	অন্তিম মুহূর্তের ভাবনা	২০
		খেলাফত এবং স্থলাবিসিক্তের ঘোষনা	২১
তাহাজ্জুদ নামায পড়ানোর অনন্য পদ্ধতি	৭	একলাখ টাকার চেক ফিরিয়ে দিলেন	২২
শিক্ষা জীবন	৮	পছন্দনিয় উপহার	২৩
দরসে নিজামীর সমাপ্তি	৯	৭টি মাদানী বাহার	২৩
নেকীর দাওয়াতের সফর এবং মক্কা মদীনার উপস্থিতি	৯	(১) চোখের ব্যাথা চলে গেলো	২৪
		(২) সিনেমা, নাটকের আগ্রহী হয়ে গেলো	২৫
আন্তরিকতা	১০	(৩) পাঁচ ভাই দাঁড়ি সজ্জিত করে নিলো	২৭
বিনয় ও নম্রতা	১১	(৪) বয়ান শুনে তাওবা করে নিলো	৩০
চুল মোবারকের আদব	১৩	(৫) অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলো	৩১
চোখের কুফলে মদীনা	১৪	(৬) দম করা আপেলের বরকত	৩৩
নিগরানে শূরার অভিব্যক্তি	১৫	সাধারনের সাথে সাক্ষাৎ	৩৪
সৌভাগ্যবান সন্তান	১৬	(৭) ২৪ বছরের পুরোনো সমস্যা দুর হয়ে গেলো	৩৪
আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর অপারেশন	১৭		

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর জীবনী (প্রথম পর্ব)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ইরশাদ করেন: তুমি কি চাও যে, কিয়ামতের দিন তুমি পিপাসার্ত হবে না? আরয করলেন: **হে আমার পরওয়ারদিগার**! হ্যাঁ, আমি তা পছন্দ করি। ইরশাদ করলেন: তবে **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো।

(আল কওলুল বদী, বাবুস সানি ফি সাওয়াবিস সালাতু ওয়াস সালাম আলা রাসূলিল্লাহ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

আল আমাঁ! হাঙ্গামে মাহশর, পিয়াস কি শিদ্দত সে সরওয়ার,
যব যবানেঁ আ'য়েঁ বাহার, তুম পিলানা জামে কওসার।

یا نبی سلامٌ علیك، یا رسول سلامٌ علیك
یا حبیب سلامٌ علیك، صلوۃُ اللّٰہ علیك

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নব জীবন কিভাবে অর্জিত হলো?

মাদানী চ্যানেলের ডাইরেক্টর জাওয়াদ আত্তারী মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান **"মাদানী ইনকিলাব"** এর রেকর্ডিং এর জন্য একবার পাঞ্জাব রাজ্যের প্রসিদ্ধ শহর "রাওয়াল পিন্ডি" গেলো। সেখানে তার সাক্ষাৎ এমন এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, যে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলো। চিকিৎসার স্বার্থে কয়েকবার অপারেশনও করিয়েছিলো, কিন্তু রোগ ভাল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলনা। শেষবার যখন তাকে অপারেশনের জন্য বলা হলো তখন রোগ এতই বেড়ে গিয়েছিলো যে, ডাক্তারদের মতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকারই সমান, কেননা ক্যান্সার লিভারের ৯৫ ভাগই দখল করে নিয়েছিলো। ডাক্তাররা অপারেশন করলো, অপারেশনের সময় ক্ষত ফেটে যাওয়ার কারণে লিভারই বের করে নেয়া হলো এবং তদস্থলে কৃত্রিম লিভার (Colostomy Bag) লাগিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তাররা আমার জীবন সম্পর্কে এতই নিরাশ ছিলো যে, পরিবার পরিজনকে বলে দিলো, যেভাবেই হোক তার সকল ইচ্ছা পূরণ করতে থাকুন আর শক্ত ও দেরীতে হজম হওয়া খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, তখন আমার জীবন মত্যুর প্রতিক্ষায় অতিবাহিত হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় এটাই ইচ্ছা ছিলো যে, যখন কবরে যাবো তখন চেহারায় যেনো সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়ি সাজানো থাকে, কিন্তু এটা সম্ভব ছিলো না, কেননা ক্যান্সারের কারণে আমার দাঁড়ি, পলক এবং ভ্রুসহ শরীরের সমস্ত লোম ঝড়ে গিয়েছিলো।

আমার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** দয়া হলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত আল্লামা মাওলানা আবু উসাইদ মুহাম্মদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে গেলো। আমি তখন এতই অসহায় ও অচল হয়ে গেলাম যে, চারজন ইসলামী ভাই আমাকে ধরে তাঁর খেদমতে নিয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর খেদমতে আমি দাঁড়ি সম্পর্কিত ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তিনি অত্যন্ত মায়া মমতা প্রদর্শন করে আমার মাথা তাঁর কোলে নিলেন এবং কিছু পাঠ করে দম করতে লাগলেন, দম করার সময় তিনি তাঁর দাঁড়ি এবং চুলগুলো চুঁ'তেন এবং হাত আমার চেহারায় ও মাথায় বুলিয়ে দিতেন। কিছুক্ষণ এরূপ করতে থাকলেন। বিদায়ের সময় আমার সুস্থ্যতা ও সুস্বাস্থ্য সহ অনেক দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন। সাক্ষাতের পর আশ্চার্য জনকভাবে আমার মনে প্রশান্তি অনুভব হলো। যখন ঘরে ফিরলাম তখন আমি পায়া খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। পরিবারর লোকজন তা শুনে দ্বিধায় পরে গেলো, কেননা আমাকে তো শক্ত খাবার খেতে ডাক্তাররা নিষেধ করেছে কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী হিসেবে তারা আমার ইচ্ছা পূরন করলো। আমি পেট ভরে খেলাম এবং তা হজমও হয়ে গেলো, সকালে উঠলে আমি সতেজ ভাব অনুভব করলাম। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দম করার বরকতে আমার শরীর ঠিক হয়ে গেলো আর মাথায় চুল ও দাঁড়ি গজাতে লাগলো। কিছুদিন পর যখন চেকআপ করার জন্য ডাক্তারের নিকট গেলাম, তখন মাথায় চুল ও দাঁড়ি দেখে ডাক্তার সাহেব মনে করলো সম্ভবত আমি নকল চুল লাগিয়ে নিয়েছি, বলতে লাগলো: আপনি কি উইগ লাগিয়ে নিয়েছেন?

আমি বললাম: না! এটা তো আমার আসল চুল। অতঃপর আমি ডাক্তার সাহেবকে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর নিকট থেকে দম করানোর ঘটনাটি শুনালাম। যা শুনে ডাক্তার সাহেব খুবই আশ্চার্য হলো এবং বললো: ক্যান্সারের পর এত দ্রুত চুল গজানো আশ্চার্যজনক।

এই বর্ণনা দেয়ার সময় সেই ইসলামী ভাইয়ের চেহারায় শুধু সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি শরীফ ছিলো না বরং মাথার চুলও বিদ্যমান ছিলো। দেখতেও নাদুস নুদুস ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হতো। স্বয়ং নিজে গাড়ি চালিয়ে এবং নিজের পায়ে হেঁটে এই জায়গায় পৌঁছলো। তার সুধারণা অনুযায়ী তার এই "নব জীবন" আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বরকতেই অর্জিত হয়েছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম বা অন্যান্য নেক ও জায়িয বাক্য পাঠ করে দম করা এবং ফুঁ দেয়া উত্তম রূহানি চিকিৎসা। স্বয়ং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইমামে হাসান ও হযরত ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর উপর কয়েকটি বাক্য পাঠ করে ফুঁ দিতেন এবং ইরশাদ করতেন: তোমাদের দাদা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও এগুলো হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক عَلَيْهِمَا السَّلَام এর উপর পাঠ করে দম করতেন। (বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, ২/৪২৯, হাদীস নং-৩৩৭১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতুবাত ও তাবিযাতে আত্তারীয়া মজলিশের অধীনে দুনিয়া জুড়ে

প্রতিদিন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের সহযোগীতার জন্য **ফি সবিলিল্লাহ** তাবিযাতে আত্তারীয়া এবং আত্তারের অযিফা দেয়া হয়, যার বরকতে অসংখ্য ইসলামী ভাই বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, ছেলে পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করে চলবে। রূহানী উৎকর্ষতায় পূর্ণ, খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অনুসারী, মন আকৃষ্টকারী ব্যক্তিত্ব, আমলদার আলিম, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, হযরত মাওলানা হাজি আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিঃসন্দেহে তাঁর পিতা শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুরোপুরি অনুরূপ। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও পরহেযগারী, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা, সত্যবাদিতা ও ওয়াফাদারী, ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টি, উত্তম আচরণ ও সুন্দর পেশার ন্যায় উচ্চ গুনাবলী পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃঢ় কুফলে মদীনা, কথাবার্তার মাঝে মুচকি হাসি, সৎচরিত্র এবং সাধাসিধে পোশাক হচ্ছে তার কয়েকটি গুনাবলী। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্যবেক্ষণ করুন।

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর পরিচিতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নাম "আহমদ" আর ডাকনাম হলো "উবাইদ রযা"। তাঁর উপনাম হলো আবু উসাইদ। ১৭ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪০০ হিজরী, ৩১ আগষ্ট ১৯৮০ ইংরেজীতে বাবুল মদীনা করাচীতে তাঁর জন্ম হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণের ফলে শিশুকাল থেকেই নিয়মিত নামাযের অনুসারী ছিলেন। কেনইবা হবে না, তার আব্বাজান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁকে কতইনা সুন্দরভাবে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত করতেন।

তাহাজ্জুদের নামায পড়ানোর অনন্য পদ্ধতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম দিকের কথা, একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী কাজে ব্যস্ততার কারণে গভীর রাতে কিছু ইসলামী ভাইসহ লাইব্রেরীতে আসলো, সেখানে হাজি উবাইদ রযা আত্তারী ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তিনি খুবই ছোট্ট ছিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন: তাকে তাহাজ্জুদের নামায পড়ানো উচিৎ এবং মাদানী মুন্নাকে জাগাতে চাইলেন কিন্তু ঘুমের প্রচন্ডতার কারণে ভালভাবে জাগ্রত হচ্ছিলেন না। আমীরে আহলে সুন্নাত ইনফিরাদি কৌশিশ করে মাদানী মুন্নাকে কোলে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে চলে গেলেন এবং চাঁদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি? মাদানী মুন্না উত্তর দিলেন: চাঁদ। অতঃপর জিজ্ঞাসা

করলেন: এটা কি করছে? মাদানী মুন্না উত্তর দিলেন: সবুজ গুম্বদকে চুম্বন করছে। ততক্ষণে মাদানী মুন্না পুরোপুরি জাগ্রত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি তাকে ওযু করে তাহাজ্জুদ পড়ার উৎসাহ প্রদান করলেন।

আসমান কে চান্দ মে তো পিকা পিকা নূর হে,
আ'গেয়া ওহ নূর ওয়ালা জিস কা সারা নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা জীবন

তাঁর সহপাঠি এক মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শিক্ষকদের খুবই আদব ও সম্মান করতেন। এত বড় ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্বের সন্তান হওয়ার পরও ক্লাসে আলাদাভাবে থাকাকে পছন্দ করতেন না। সকল ইসলামী ভাইয়ের সাথে মিলেমিশে থাকাকে পছন্দ করতেন। পবিত্রতা ও প্রাঞ্জলতার বিষয়েও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, যখন সিকিউরিটি সমস্যা ছিলোনা, তখন সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মাশওয়ারার জন্য কোথাও যেতে হলে তবে বাস ও ট্রেনেই সফর করাকে পছন্দ করতেন। যথাসম্ভব প্রটোকল থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দরসে নিজামীর সমাপ্তি

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২০০৫ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা থেকে দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্স সমাপ্ত করেন। তাই তাঁর নামের সাথে "মাদানী" শব্দটি লাগানো হয়। দরসে নিজামী সমাপ্তির পর কিছুদিন দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতে মুফতী সাহেবদের নিকট উপস্থিত হতেন এবং এই সময়ে সেখানেও ফিকাহের কিছু সবক পাঠ করেন।

নেকীর দাওয়াতের সফর এবং মক্কা মদীনার উপস্থিতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী শুধু পাকিস্থানের বিভিন্ন শহর নয় বরং ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, স্পেন, সাউথ আফ্রিকা, ব্যাংকক, কেনিয়া, ওমান, আরব শরীফ ইত্যাদি অনেক দেশে সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য সফর করেন। কয়েকবারই হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই লেখাটি লিখা পর্যন্ত শেষবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইংরেজীতে হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কয়েকবার ওমরারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

কাশ ফির মুঝে হজ্ব কা ইযন মিল গেয়া হোতা,
অউর রোতে রোতে মে কাশ! চল পড়া হোতা।
হায় পুটি কিসমত নে হাজিরী সে রোকা হে,
কাশ মে মদীনে মে ফির পৌঁছ গেয়া হোতা।

জিন দিনোঁ মদীনে মে হাজিরী হোয়ি থি কাশ,
মার কে উন কে কুছে মে দাফন হো গেয়া হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬১, ১৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আন্তরিকতা

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مَاشَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ বাল্যকাল থেকেই খুবই আন্তরিক ছিলেন। সাধারণত শিশুরা ঘরে মেহমান আসলে কাছে যায়না, কিন্তু তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতের অন্তরিকতার গুণটি অনেকাংশে পেয়েছেন, সুতরাং বাল্যকালে প্রথমবার ঘরে আসা মেহমানদের সাথেও এমনভাবে মিশে যেতেন যেনো তাদের পূর্ব থেকেই চিনতেন। এসম্পর্কে একটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করুন:

এটি ঐ সময়কার কথা যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বাবুল মদীনার (করাচী) মূসা লেইন এলাকায় থাকতেন। তখন শাহাযাদায়ে আত্তার হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানীর বয়স ৪ কিংবা ৫ বছর ছিলো। একবার বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশ) থেকে একজন খুবই নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর ঘরে এলো। তখনও সেই ইসলামী ভাই বসেওনি যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী তার পাশে গেলো এবং খুবই আপন ভঙ্গিতে তার সাথে খেলতে লাগলো, এতে সেই ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে আরয করলো: আপনার মাদানী মুন্না তো আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই অন্তরঙ্গ হয়ে গেলো।

বানা দো সবর ও রেযা কা পেয়কর,
বনোঁ খোশ আখলাক এ্যয়সা সরওয়ার,
রাহে সদা নরম হি তবিয়ত,
নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিনয় ও নম্রতা

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর সহপাঠি ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে: একবার আমরা কয়েকজন ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর সাথে একটি স্থানে একত্রিত হলাম, যেখানে রাত অতিবাহিত করবো। ইসলামী ভাইয়ের সংখ্যার অনুপাতে জায়গা এতই অল্প ছিলো যে, ভালভাবে আরাম করা যাবেনা। বলা হয় যে, ঘুম তো যেকোন স্থানে এসে যাবে, অবশেষে আমরা যেনতেন ভাবে ঘুমিয়ে পরলাম। যখন রাতে আমার চোখ খুললো তখন এটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী দরজার পাশে সামান্য স্থানে জড়সড় হয়ে আরাম করছেন। যখনই এই ঘটনাটি মনে পরে তখন বলতে ইচ্ছা করে **"আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী আসলেই আত্তারের প্রশিক্ষণের প্রতিফল।"**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয় ও নম্রতা খুবই ভাল একটি গুণ। এটি মানুষকে শুধু ভদ্র করেনা বরং তাকে মহত্বের উচ্চ মর্যাদায়

পৌঁছিয়ে দেয়। প্রকাশ্যভাবে নম্রতা প্রদর্শনকারী আমাদের দৃষ্টি নত হচ্ছে কিন্তু আসলে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে তার মর্যাদা উচ্চ হচ্ছে। কেনইবা হবেনা, আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য বিনয় অবলম্বন করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফিত তাওয়াদুউ, ৮/১৫৭, হাদীস নং- ১৩০৬৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বিনয়কারীর জন্য ফিরিশতারা উচ্চ মর্যাদার দোয়া করে থাকে। বিনয়কারী কিয়ামতের দিন মিম্বরের উপর বসবে। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** প্রিয় বান্দাদেরকেই বিনয়ের গুণাবলী দান করে থাকেন। বিনয়কারীকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত উচ্চতা দান করা হয়। বিনয়কারীর প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** দয়া করে থাকেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৯৯৯ থেকে ১০০২)

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: বিনয় অবলম্বন করো এবং মিসকিনদের সাথে বসো, **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বান্দা হয়ে যাবে এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, ৩য় অংশ, ২/৪৯, হাদীস নং-৫৭২২)** আমাদেরও বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিৎ।

নিজের মাঝে বিনয় ও নম্রতার প্রেরণা সৃষ্টি করতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"নাজাত দিলানে ওয়ালে আ'মাল কি মা'লুমাত"** অধ্যয়ন করুন।

ফখর ও গুরুর সে তু মওলা মুঝে বাঁচানা,
ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেয়কর তু আজিযি কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুল মোবারকের আদব

বুযুর্গানে দ্বীনদের ভালবাসা এবং তাঁদের তাবাররুক সমূহের আদব ও সম্মান তিনি পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর নিকট চুল মোবারক ছিলো, যার আদব ও সম্মানে তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে একটি বিশেষ বক্স বানিয়েছেন, যাতে চুল মোবারক জমা রাখতো। যদি কখনো প্রয়োজনে পানির ট্যাংকে (যা ঐ বক্সেরও উপরে ছিলো) উঁকি মেরে দেখতে হতো তবে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর এই বিষয়টি মনপুত হতোনা যে, ট্যাংকে উঁকি মারা জন্য চুল মোবারকের উপরে উঠে যাওয়া, তাই তিনি চুল মোবারকের বক্সটি মাথায় রাখতেন অতঃপর সিঁড়ি বেয়ে পানির ট্যাংক দেখতে যেতেন।

হো গেয়া ফযলে খোদা মুয়ে মোবারক আ'গেয়ে,
দিল খুশি সে ঝুম উঠা মুয়ে মোবারক আ'গেয়ে।
জু করে তা'যিম দিল সে দো'জাহাঁ মে কামিয়াব,
হো গেয়া হ্যাঁ হো গেয়া মুয়ে মোবারক আ'গেয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চোখের কুফলে মদীনা

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর অভ্যাস যে, যথাসম্ভব শুধু দৃষ্টিকে নিচে রাখেনা বরং অপ্রয়োজনে এদিক সেদিক দেখা থেকেও বিরত থেকে চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে থাকেন।

একবার এক খৃষ্টান পাদ্রী তার স্ত্রীকে নিয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং তাঁর হাতে নিজের স্ত্রীসহ মুসলমান হয়ে গেলো। তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীও উপবিষ্ট ছিলেন। সেই নও মুসলিম খৃষ্টান পাদ্রীর বর্ণনা হলো যে, আমাকে স্বপ্নে আপনার নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে যে, আত্তার দৃষ্টিকে নত রাখার গুণে গুণান্বিত হবে। আমি আপনার সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আপনার অনেক বিরুদ্ধবাদীর নিকট গিয়েছিলাম কিন্তু যেখানেই যেতাম সবাই আমার চেয়ে আমার স্ত্রীকেই বেশি দেখতো, আপনার নিকট যখন এলাম, দেখলাম যে এখানকার অবস্থাই অন্য রকম, আপনি তো আপনিই, আপনার সন্তানও নত দৃষ্টির অধিকারী।

বোলোঁ না ফুযুল অউর রাহে নিচি নিগাহেঁ,
আখোঁ কা যবাঁ কা দেয় খোদা কুফল মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিগরানে শূরার অভিব্যক্তি

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান হযর মাওলানা হাজি আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর বর্ণনা হলো: আমি অনেকদিন তাঁর সাথেই ছিলাম এবং সহচর্যও অনেক অর্জন করেছি, আমি তাঁকে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয়কারী এবং অধিকহারে তাওবাকারী হিসেবে পেয়েছি, তাছাড়া পবিত্রতা এবং হারাম ও হালালের বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক, এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণের অবদানই ছিলো। পিতামাতার আনুগত্যের প্রেরণা সম্পর্কে কি বলবো! যখনই তিনি জানতেন যে, অমুক বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেছেন তবে দ্রুত এর উপর আমল করা শুরু করে দিতেন। তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং কষ্ট প্রকাশ করা থেকে বাঁচার মহান গুণাবলী সমৃদ্ধ। মাদানী ইনআমাতের তো এরূপ আমলকারী যে, প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার চেষ্টা করেন। মাদানী কাজের প্রতি এমন আকর্ষন যে, নিজের বয়ান এবং মাদানী মাশওয়ারায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১২টি মাদানী কাজের উৎসাহ অধিকহারে দিয়ে থাকেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক মাসে মারকাযী মজলিশে শূরার সকল সদস্যদের থেকে মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলার কার্যবিবরনীও নেয়ার চেষ্টা করেন।

"কাফেলোঁ" মে সফর করো ইয়ারো! বিল ইয়াকিঁ রাহ ইয়ে ইরাম কি হে।
সারে আপনাও "মাদানী ইনআমাত" গর তুমহেঁ আ'রযু ইরাম কি হে।
দেয় দেয় কুফলে মদীনা ইয়া আল্লাহ! হো করম ইলতিজা করম কি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান সন্তান

১লা জুমাদাউল উখরা ১৪৩৯ হিজরীর রাত, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকা ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা) আজিমুশ্শান মাদানী মুযাকারা অনুষ্ঠিত হলো, যাতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী কাজের উন্নতি এবং অন্যান্য দ্বীনি উপকারীতার পরিপ্রেক্ষিতে পাগড়ী শরীফের রঙকে প্রসারিত করলেন। মাদানী মুযাকারার সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছুটা এভাবে বললেন: আমি সাদা রঙের পাগড়ী শরীফ পরিধান করে বসে ছিলাম, এমন সময় উবাইদ রযা এসে গেলো, তিনি আমার পাগড়ী শরীফের রঙ পরিবর্তিত দেখে এমন কোন প্রশ্নই করলো না যে, এটা কি হচ্ছে? এটা কি? এরূপ কেন করলেন? ব্যস চুপচাপ এসে বসে গেলেন, যেনো কিছু হয়ইনি। যখন আমি কালো রঙের পাগড়ীর কথা বললাম তখন বললো: আমার নিকট একটি কালো রঙের পাগড়ী আছে, অতঃপর ঘরে গেলেন এবং নিজের চৌদ্দ বছরের পুরোনো কালো রঙের পাগড়ী শরীফ নিয়ে এলেন। যখন পাগড়ী শরীফের রঙে প্রসারতা সম্পর্কীত মাদানী গুলদস্তা বানানো হচ্ছিলো তখন তিনিও

কালো পাগড়ী শরীফ পরিধান করে বসে গেলেন। এটা আমার সন্তানের সৌভাগ্য যে, আমার বলা ছাড়া শুধুমাত্র আমার পাগড়ী শরীফ দেখেই নিজের পাগড়ী শরীফ পরিবর্তন করে নিলো।

উন কা দিওয়ানা ইমাম অউর যুলফ ও রেয়শ মে,
ওয়াহ দেখো তো সহী লাগতা হে কিতনা শানদার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর অপারেশন

৭ নভেম্বর ২০১৪ সালে ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর যমযম নগর হায়দারাবাদের একটি স্থানীয় হাসপাতালে পাথরের অপারেশন হলো। অপারেশনে অংশগ্রহণকারী ডাক্তার নিজাম আহমদ আত্তারীর বর্ণনা হলো যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী পরিপূর্ণভাবে বেহুশ নয় বরং আংশিক বেহুশ করা হয়েছিলো, এই অবস্থায় মানুষের মুখে প্রায় এই কথাই বের হয়, যা তার মন ও মননে চলছে। অনেকে এই অবস্থায় গান গুনগুন করে, অনেকে গালাগালিও করে থাকে এবং অনেকবার আরো বিভিন্ন অবস্থাও দেখাগেছে কিন্তু আমি জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতকে এই অবস্থায় দেখলাম যে, তিনি ধারাবাহিকভাবে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করছিলেন এবং তাঁর মুখে **আল্লাহ আল্লাহ** শব্দটি অব্যাহত ছিলো।

রহে যিকরে আ'টো পাহার মেরে লব পর, তেরা ইয়া ইলাহী! তেরা ইলাহী!
মেরি জীন্দেগী বস তেরি বান্দেগী মে, হি এ্যয় কাশ গুযরে সদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কিবলার সম্মান

এই ডাক্তারের বর্ণনা হলো যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীকে অপারেশন থিয়েটার থেকে যখন ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত (Shift) করার জন্য এস্ট্রেচারে করে বাইরে আনা হলো তখন তিনি আংশিক বেহুশ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি আমাদের মনযোগ আকর্ষন করে বললেন যে, আমার পা কিবলার দিকে, এস্ট্রেচার ঘুরিয়ে নিন, আমরা সবাই আশ্চার্য হয়ে গেলাম যে, এই অবস্থায় তিনি কিবলার দিক সম্পর্কে কিভাবে জানলেন! আমরা দ্রুত এস্ট্রেচার ঘুরিয়ে নিলাম এবং তাঁর মাথাকে কিলার দিকে করে দিলাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, কোথাও বসে পা প্রসারিত করতে বা ঘুমানোর সময় আমারদের পা যেনো কিবলার দিকে না হয়, কিবলার সম্মান করা আমাদের সকলের জন্যই আবশ্যক। মনে রাখবেন! **"বাআদব বানসীব, বেআদব বেনসীব"**।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বেআদবুঁ সে,
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অপারেশনের রাতে তাহাজ্জুদ আদায়

অপারেশনের পর যে ইসলামী ভাইয়ের ঘরে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী যেখানে অবস্থান করেছেন, তার বর্ণনা হলো: যে রাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর অপারেশন হয়েছিলো, সে রাতে তিনি শুধু ইশার নামায নয় বরং তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করেছেন। তার আরো বর্ণনা হলো যে, তিনি مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی যতদিন আমার ঘরে ছিলেন, অসুস্থতা স্বত্বেও কোন এক ওয়াক্ত ফরয নামাযও কাযা করেননি।

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের বর্তমান সমাজের একটি অংশ এমনও রয়েছে, যারা সামান্য আঘাত পেলে বা মাথা ব্যাথা হলে তবে জামাআত বরং নামাযই কাযা করে দেয়। অনুরূপভাবে সামান্য শরীর খারাপ হলে যেনো তারা ফরয রোযা না রাখারও একটি বাহানা পেয়ে যায়। মনে রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত অনুমতি না দেয়, আমরা স্বয়ং বাহানা বানিয়ে ফরয নামায বা ফরয রোযা ছাড়তে পারিনা। একটু ভাবুন! আজ যদি আমরা সামান্য ব্যাথা পাই বা সামান্য অসুস্থতার কষ্ট সহ্য করতে পারিনা তবে নামায বর্জনের কারণে কাল কিয়ামতে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব কিভাবে সহ্য করবো। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

গর তু নারায হুয়া মেরী হালাকত হোগী, হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলুঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তিম মুহূর্তের ভাবনা

ঐ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমি রাতে ঘরে কান্নার আওয়াজ শুনলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, কোন বাচ্চা কান্না করছে হয়তো, ভালভাবে শুনার পর বুঝলাম যে, আওয়াজ ঘরের উপরের ঐ অংশ থেকে আসছে যেখানে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী অবস্থান করছেন। আমি সেখানে গেলাম এবং দরজায় কড়া নাড়লাম, অনুমতি পেয়ে যখন ভেতরে গেলাম তখন দেখলাম যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী অজোড়ে কান্না করছিলেন। আমি আরয করলাম: হুযুর! আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন: আমি এই কারণে কাঁদছি যে, আজ দুনিয়ায় কষ্টের এই অবস্থা, তবে মৃত্যু সময়ের কঠোরতা, কবরের আযাব এবং ভয়াবহতার অবস্থা কিরূপ হবে!

শাদায়েদ নাযাআ কে কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আন্ধেরী কবর মে কেয়সে রাহোঙ্গা ইয়া রাসূলাল্লাহ!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাও যেনো এভাবে ফিকরে মদীনা কারী হয়ে যাই, কবর ও হাশরের বিষয়ে সর্বদা যেনো আমরা সজাগ থাকি। নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার প্রেরণা পেতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত শরীয়ত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি

"মাদানী ইনআমাত" নামের রিসালা নিজের নিকট রাখুন এবং দিনে কোন একটি সময় নির্ধারন করে নিয়মিতভাবে এতে দেয়া ছক পূরন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালার** রহমত আপনার প্রতি ধাবিত হবে এবং আপনার দুনিয়া ও আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

তু ওলী আপনা বানালে উস কো রাব্বে লাম ইয়াযাল,
"মাদানী ইনআমাত" পর জু কোয়ী করতা হে আমল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খেলাফত এবং স্থলাবিসিক্তের ঘোষনা

তিনি সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **১১** রবিউল আখির ১৪৩৭ হিজরী, ২২ জানুয়ারী ২০১৬ সালের মাদানী মুযাকারায় তাঁকে নিজের সিলসিলায় খেলাফত দেয়া এবং স্থলাবিসিক্ত করার ঘোষনা করেন। তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁকে মসলকে আলা হযরতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মারকাযী মজলিশে শূরার অধীনে থেকে মাদানী কাজ করার উপদেশ প্রদান করেন।

জা'নশিনি মিলি তুঝ কো আত্তার কি
ওয়াহ কিসমত তেরী এ্যয় ওয়াইদ রযা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

একলাখ টাকার চেক ফিরিয়ে দিলেন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পরিবারের সদস্যরা দুনিয়াবী সম্পদ থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, নিজের বিয়ের সময় আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী ইসলামী ভাইদেরকে মালামাল উপহার দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তারপরও যখন এক ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাতের দরবারে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর জন্য একলাখ টাকার চেক উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলেন, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কৃতজ্ঞতার সহিত তা ফিরিয়ে দিয়ে লিখিত বার্তা প্রেরণ করলেন যে, দয়া করে, আবারো এই বিষয়ে জোড় করবেন না। এরপর চেক প্রদানকারী ইসলামী ভাইয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবারে বড় বোনের নিকট একলাখ টাকা নগদ পৌঁছানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সেখানেও তিনি হতাশ হলেন কেননা তারাও টাকা নিতে অপারগতা প্রকাশ করলো এবং কৃতজ্ঞতার সহিত ফিরিয়ে দিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বোন বললেন যে, যখন আমি হাজি উবাইদ রযাকে একলাখ টাকার উপহার সম্পর্কে বললাম, তখন আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী বললেন: চেকের উপহার সর্বপ্রথম আমার নিকটই এসেছিলো, কিন্তু আমি অস্বীকার করাতেই তিনি বাপাজান অতঃপর আপনার খেদমতে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যর চাহিয়ে,
শাহে কওসর কি মিঠি নযর চাহিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পছন্দনিয় উপহার

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজি আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন যে, আমার নিকট অনেক দানশীল ব্যক্তির ফোন এসেছিলো, যাদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ছিলো যে, আমরা আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর খেদমতে তাঁর পছন্দনিয় উপহার পেশ করতে চাই, দয়া করে আপনি তাঁর থেকে জেনে বলবেন কি? যখন আমি আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপহার সম্পর্কে আরয করলাম তখন তিনি নিষেধ করে বললেন: যদি তারা আমাকে উপহার দিতেই চায়, তবে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করে এর সাওয়াব উপহার দিক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৭টি মাদানী বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর বয়ান, ইনফিরাদী কৌশিশ এবং দম করা ইত্যাদির মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(১) চোখের ব্যাথা চলে গেলো

বাবুল মদীনা করাচীর কাইয়ুমাবাদ এলাকার অধিবাসী ইসলামী ভাই ৮ বছর বয়সে চোখের ব্যাথায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। অনেক সময় তো ব্যাথা এতই বৃদ্ধি পেতো যে, সে খুবই ছটফট করতে থাকতো। অনেক চোখের ডাক্তার থেকে চিকিৎসা করিয়েছিলো কিন্তু তেমন কোন উপকার হলোনা, অবশেষে ডাক্তাররা তাকে এর কোন চিকিৎসা নেই বলে জানিয়ে দিলো। এভাবেই ৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। সে কোন এক ইসলামী ভাই থেকে শুনলো যে, অমুক দিন আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। সে ইসলামী ভাইও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় পৌঁছে গেলো। সাক্ষাতের সময় ভক্তদের লম্বা লাইন ছিলো। সে মনে করলো যে, সম্ভবত আজ দম এবং দোয়া করানোর সুযোগ পাবো না। পর মুহূর্তেই এই আশায় সাহস জোগালো যে, যেই ব্যক্তি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা আসে, তার **আল্লাহ তায়ালা**র দয়ায় আশা পূরণ হয়েই যায়। সে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলো এবং ধীরে ধীরে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর নিকট পৌঁছে গেলো। সে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীকে তার অসুস্থতার বিষয়ে বললো, তখন তিনি তার চোখে দম করে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দম করার বরকত সাথেসাথেই প্রকাশিত হলো যে, ব্যাথা কমতে কমতে একেবারেই চলে গেলো। এই বাহারটি

বর্ণনা করার সময় তার বয়স ১৭ বছর হয়ে গেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার চোখ দ্বিতীয়বার আর ব্যাথা হয়নি। বর্তমানে সে যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) সিনেমা, নাটকের আগ্রহী নামাযী হয়ে গেলো

চক ৬৬ ধান্দ্রা, সরদারাবাদের (ফয়সালাবাদ) এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে খারাপ বন্ধুদের সহচর্যে গ্রেফতার ছিলো, সিনেমা নাটক দেখা এবং গান বাজনা শুনার আগ্রহী ছিলো, তাছাড়াও অনেক কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিলো। তার ভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে প্রজ্জলিত হলো যে, একবার সরদারাবাদের (ফয়সালাবাদ) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর সুন্নাতে ভরা বয়ান ছিলো। তার এলাকার এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে সেই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলো, যা সে কবুল করে নিলো এবং এতে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজি হয়ে গেলো। ইজতিমায় আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী সুন্নাতে ভরা বয়ান করলো। বয়ান শুনে সেই ইসলামী ভাই খোদাভীতিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো, আর এভাবে অশ্রু হয়ে মনের ময়লা বের হয়ে যেতে লাগলো। ইজতিমার পর আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও নসীব হলো।

তিনি مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی কুফলে মদীনা লাগানো, আমলদার হওয়ার এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করলেন, যা শুনে তার মধ্যে নেককার হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হলো, সে পূর্ববর্তী গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করলো এবং সুন্নাতের ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করা শুরু করে দিলো। নিয়মিত নামায আদায় করতে লাগলো, সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলো এবং পোশাকও সুন্নাত অনুযায়ী করে নিলো। বাহার বর্ণনা করার সময় সে হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে যতই পরহেযগারীর গুণে গুনান্বিত, তার কথা ততই প্রভাবময় হয়ে থাকে, যখন এরূপ ব্যক্তি নেকীর দাওয়াত দেয় তখন শ্রবনকারী মাঝে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। এতে শুধু বেআমল লোক আমলের দিকে ধাবিত হয়না বরং গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিতরাও তাওবা করে সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা পরহেযগারীর সুগন্ধে সুবাশিত হওয়ার জন্য **"মাদানী ইনআমাত"** এর রিসালা প্রতিদিন পূরণ করার অভ্যাস গড়া উচিৎ, এর বরকতে যেমন নিজের সংশোধনের উপলক্ষ্য হবে, তেমনি **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে কথাবার্তায় প্রভাবও অর্জিত হবে।

দেয় জযবা "মাদানী ইনআমাত" কা তু,
করম বেহরে শাহে করব ও বালা হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) পাঁচ ভাই দাঁড়ি সজ্জিত করে নিলো

সফদরাবাদ তেহসিলের (জিলা শেয়খাপুর) অধিবাসি এক ইসলামী ভাই ২০০৪ সালে সরদারাবাদে (ফয়সালাবাদ) মেডিকেলের বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ প্রতিদিন তাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করতো, তাকে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয় বাইয়াত গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতো কিন্তু সে তাকে ফিরিয়ে দিতো এবং বলতো যে, বাইয়াত গ্রহণের পরতো দাঁড়ি রাখতে হবে কিন্তু আমিতো বিয়ের পরই দাঁড়ির ব্যাপারে ভাববো। ২০০৫ সালে পাকিস্থানের রাজধাণী ইসলামাবাদে বিভাগিয় পর্যায়ের ইজতিমা অনুষ্ঠিত হলো, যাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর বয়ান ছিলো। সেই ইসলামী ভাই তাকে ইজতিমায় অংশগ্রহণের এবং বয়ান শ্রবন করার দাওয়াত দিতে এলো কিন্তু সে সরাসরি নিষেধ করে দিলো। সেই ইসলামী ভাই নিয়মিত ইনফিরাদি কৌশিশ করতে রইলো। অবশেষে সে তার না যাওয়ার কারণ এটাই বর্ণনা করলো যে, যদি ইজতিমায় যাই তবে আমাকে অনেক গুলো কাজ ছাড়তে হবে, আর এখন আমি এবস কিছু করতে পারবোনা। সেই ইসলামী ভাই কৌশলে বললো: শুধুমাত্র বয়ান শুনার নিয়্যতে আমাদের সাথে চলুন, বয়ান শুনে ফিরে আসবেন। সে এই কথাটি মেনে নিলো এবং ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর সুন্নাতে ভরা বয়ান হলো, জনসাধারণের ভীড়ের রকারণে এই

ইজতিমার পর শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর যিয়ারত হলো। কিছুক্ষণের যিয়ারত এবং বয়ান শুনার বরকতে তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো। সে ঐ মুহূর্তেই সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি শরীফ রাখার নিয়্যত করে নিলো, অতঃপর এরপর আর কখনো দাঁড়ি শরীফ মুন্ডায়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই লিখাটি লিখা পর্যন্ত সে সুন্নাতের অনুসারী। সে তার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট ছিলো। তার সকল ভাই সুন্নাত অনুযায়ী একমুষ্টি দাঁড়ি শরীফের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলো। তাকে দাঁড়ি শরীফ রাখতে দেখে বড় এক ভাই বললো: এখনো তোমার বয়স কত, দাঁড়ি রেখোনা। কিন্তু সে অটল ছিলো বরং সে তার ভাইদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করা শুরু করলো। তিন ভাই কিছুদিনের মধ্যেই দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো আরেক ভাই কয়েক বছরের ইনফিরাদি কৌশিশের পর দাঁড়ি শরীফের সুন্নাত চেহারায় সাজালো এবং সকল ভাই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি মাদানী কাফেলায় মুসাফিরও হলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বয়ানের বরকতে দাঁড়ি শরীফ রাখার প্রেরণায় উদ্বেলিত হওয়া যুবক নফস ও শয়তানকে কিভাবে পরাজিত ও হতাশ করলো এবং দাঁড়ি শরীফ রাখাতে প্রতিবন্ধক হওয়াদেরও মাদানী রঙে রাঙিয়ে দিলো এবং তাদেরও দাঁড়ি শরীফ রাখার মহান সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো। মনে

রাখবেন! দাঁড়ি মুন্ডানো বা একমুষ্টি থেকে ছোট করা উভয়টিই হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। দাঁড়ি শরীফ সম্পর্কে এরূপ মনে করা যে, **"আমি এর যোগ্য নই" "এখনো বয়সই বা কত" "বিয়ের পর রাখবো"** ইত্যাদি কুমন্ত্রনাকে বয়কট করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: (হে ইসলামী ভাইয়েরা!) ইংরেজী ফ্যাশন এবং বিদেশী আচার আচরনকে তিন তালাক দিয়ে দিন এবং নিজের চেহারাকে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দ্বারা সজ্জিত করে নিন এবং একমুষ্টি দাঁড়ি সাজিয়ে নিন। কখনোই শয়তানের এই ধোঁকায় পরবেন না এবং এই কুমন্ত্রনার প্রতি ধ্যানও দিবেন না যে, **"এখনো তো আমি এর উপযুক্ত হইনি, আমার বয়সই বা কতো! আমার জ্ঞানই আর কত! যদি কেউ দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবে আমি উত্তর দিতে পারবো না, আমি তো যখন উপযুক্ত হয়ে যাবো তখন দাঁড়ি রেখে নিবো"**। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: নফসের ধোঁকায় পরবেন না। মেনে নিন, আনুগত্যে আসুন, আপনার মা আপনাকে বাধা দিক, পিতা আপনাকে নিষেধ করুক, সমাজ আপনাকে ধমক দিক, বিয়েতে বাধা আসুক, যাই হোকনা কেন, **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ আপনাকে মানতেই হবে। আশা রাখুন যদি পবিত্র লওহে মাহফুজে আপনার জোড়া লিখা থাকে বিয়ে আপনার হবেই হবে, আর সেখানে যদি আপনার জোড়া লেখা না থাকে, পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাকে বিয়ে করাতে পারবে না, জীবনের ভরসা কোথায়? **(নেকীর দাওয়াত, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)**

সরকার কা আশিক ভি কিয়া দাঁড়ি মুন্ডাতা হে,
কিউঁ ইশক কা চেহেরে সে ইযহার নেহী হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) বয়ান শুনে তাওবা করে নিলো

সরদারাবাদের (ফয়সালাবাদ) গোলাম মুহাম্মদাবাদ এলাকার এক যুবক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে বিউটি পার্লারে কাজ করতো এবং উদাসিনতার জীবন অতিবাহিত করছিলো। ফ্যাশন পূঁজায় লিপ্ত থাকার পাশাপাশি খারাপ বন্ধুদের সহচর্যের শিকার ছিলো, ঝগড় বিবাদ করা তার স্বভাব ছিলো। আন্তরিকভাবে সে এই জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো এবং আসল প্রশান্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলো। একদিন বিউটি পার্লারে কাজ করছিলো, এমন সময় তার দৃষ্টি তার এক পুরোনো বন্ধুর উপর গিয়ে পরলো, যে তারই মতো অনেক মর্ডান যুবক ছিলো কিন্তু এখন তার চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়ি শরীফ, মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সজ্জিত এবং শরীরে বিদ্যমান সাদা পোশাক তাকে আশ্চার্য করে দিলো। সুন্নাতের সাজে সজ্জিত সেই ইসলামী ভাই তার সাথে দেখা করলো এবং তাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। ইনফিরাদি কৌশিশ এবং সাক্ষাতের বরকতে সে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, সেখানে আমীরে আহলে সুন্নাতের

উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন। ইজতিমার পর দোয়াও হলো, যাতে তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ হলো। সে কেঁদে কেঁদে নিজের পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, বিউটি পার্লারের কাজ ছেড়ে দিলো, ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচার ওয়াদা করে নিলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিলো। এই বর্ণনা দেওয়ার সময়ও সে মাদানী কাফেলার মুসাফির ছিলো।

ইহাঁ সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলেঁ গী, দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহোল।
তু আ বে নামাযী! হে দেয়তা নামাযী, খোদা কে করম সে বানা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলো

বেলুচিস্থান প্রদেশের (পাকিস্তান) শহর কোয়েটার একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, জুন ২০০৪ সালে তার আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর সাথে সফর করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তিনি একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে বাবুল মদীনায় (করাচী) ফিরে আসছিলেন। পথে এক স্থানে তিনি গাড়ি থামালেন এবং গাড়ি পেছনে নিতে শুরু করলেন। কিছু দূরে এক যুবকের নিকট গিয়ে তিনি গাড়ি থামালেন, সে পায়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় যাচ্ছেন? সে উত্তর দিলো যে, হাবচুকি যাবো। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی তাকে গাড়িতে বসার দাওয়াত

দিলে সে তা গ্রহণ করে নিলো। গাড়ি আবারো গন্তব্যের দিকে চলতে শুরু করলো। সেই যুবককে যখন নাম জিজ্ঞাসা করা হলো তখন জানা গেলো যে, সে অমুসলিম। সেই মাদানী ইসলামী ভাই তাকে বললেন: তুমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিরূপ ধারনা রাখো? সে উত্তর দিলো যে, ইসলাম খুবই সুন্দর ধর্ম। মাদানী ইসলামী ভাই বললো: যদি ইসলাম সুন্দর ধর্ম হয় তবে তুমি কেন মুসলমান হয়ে যাচ্ছো না? এতে সেই অমুসলিম বললো: মুসলমানরা পরস্পর অনেক বেশি ঝগড়া বিবাদ করে, তাই আমি মুসলমান হতে চাই না। এতে সেই মাদানী ইসলামী ভাই বললো: এটা তো গুটি কয়েক মুসলমানের কাজ, এটা তো ইসলামের শিক্ষা নয়, ইসলাম তো ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে ইনফিরাদী কৌশিশ হচ্ছিলো কিন্তু সেই যুবক নিজের বাতিল ধর্ম ছাড়তে প্রস্তুত হচ্ছিলো না। যখন আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী তার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: যদি ঘরে বৈদ্যুতিক ফিটিংস লাগানো হলো কিন্তু বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হলোনা তবে সেখানে লাগানো বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং পাখা ইত্যাদি কোন কাজে আসবেনা। অনুরূপভাবে যদি কেউ ঈমান না এনে সারা জীবন ভাল কাজ করতে থাকে, তবে সেও সেই ভাল কাজের কোন সুফল পাবে না। আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর ইনফিরাদী কৌশিশে সে এতই প্রভাবিত হলো যে, শুধু কালেমা পাঠ করে মুসলমান হলোনা বরং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়ার মুরীদও হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) দম করা আপেলের বরকত

পা'লিয়া তেহসিলের (জিলা মন্ডি বাহাউদ্দিন) সা'দুল্লাহপুর এলাকার অধিবাসী এক ইসলামী ভাই সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলো। সন্তানের জন্য সে ডাক্তারের নিকটও চিকিৎসা করালো, কিন্তু আশা পূরন হলো না। অবশেষে দয়া হলো এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সন্তানের নেয়ামত দান করলেন। সবকিছু এভাবেই হলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইলমি বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তার ভাগিনা আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي থেকে আপেল দম করিয়ে তাকে প্রেরণ করলেন, যা সে তার বর্ণিত পদ্ধতিতে খেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আপেল খাওয়ার বরকত প্রকাশ পেলো এবং খুব দ্রুত সে সুসংবাদ পেলো আর কিছুদিনে মধ্যেই তার ঘরের আঙ্গিনা সন্তানের সুন্দর ফুল দ্বারা সুবাশিত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর দম করা আপেলের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে একের পর এক তিনজন মাদানী মুন্না দান করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর দম করা আপেলের একটি মাদানী বাহার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই তাঁর দম করা আপেলের বরকতে সন্তান লাভ করেছে। এর মধ্যে এমনও ইসলামী ভাই রয়েছে যাদের বিয়ের দশ বছরও হয়ে গেছে কিন্তু সে সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলো। তারা যখন আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর দম করানো

আপেল বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করলো তখন **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় সন্তানের নেয়ামত অর্জিত হয়ে গেলো। فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ (এতে **আল্লাহ তায়ালাই** কৃতজ্ঞতা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাধারনের সাথে সাক্ষাৎ

বাবুল মদীনায় (করাচী) থাকাবস্থায় আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী রবি এবং বুধবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে আসর থেকে মাগরীব সাধারনের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকেন। অসংখ্য আশিকানে রাসূল যাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর তাছাড়া বিদেশ থেকেও আগত ইসলামী ভাইয়েরাও হস্ত চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, দোয়া ও দম করিয়ে থাকে এবং মনে আশা পূরন হয়ে থাকে তাছাড়া সন্তানের আকাঙ্ক্ষিরা আপেলেও দম করিয়ে থাকে। আপনিও যদি সন্তান বা অন্য কোন সমস্যার কারণে চিন্তাগ্রস্থ হন তবে হতাশ হবেন না! ফয়যানে মদীনা চলে আসুন। **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে বিপদ দূর এবং সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) ২৪ বছরের পুরোনো সমস্যা দূর হয়ে গেলো

বুধবার সাধারনের সাথে সাক্ষাতে হস্ত চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জনকারী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো: আমি যখনই আমীরে

আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, মনে খুবই প্রশান্তি অনুভব করেছি। যে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নিয়্যতে সাক্ষাৎ করেছি সেই উদ্দেশ্যও পূরন হয়েছে। আমার একটি সমস্যা প্রায় ২৪ বছর ধরে সমাধান হচ্ছিলো না। আমি সাক্ষাতের সময় আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীকে আরয করলাম এবং দোয়া করালাম। **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর দোয়ার বরকতে সেই সমস্যাও সমাধান হয়ে গেলো। এখন আমি খুবই আরামে আছি। **আল্লাহ তায়ালা** আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে নিরাপত্তা দান করুন।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে আউলিয়া

আল্লাহ তায়ালার আউলিয়াদের ভালবাসা উভয় জাহানের সৌভাগ্য এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য। তাঁদের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** বান্দার চাহিদা পূরণ করেন। তাঁদের দোয়ায় বান্দারা উপকারীতা অর্জন করে। তাঁদের মাযারের যিয়ারত, তাঁদের ওরশে অংশগ্রহণ দ্বার বরকত অর্জিত হয়, তাঁদের ওসীলায় দোয়া করলে কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। তাঁদের আচার আচরণ থেকে পথ নির্দেশনা অর্জণ করে পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে সঠিক পথে দৃঢ়তার সহিত চলা যায়, তাঁদের অনুসরন করাতে মুক্তি অর্জিত হয়।

(বুনিয়াদি আক্বায়িদ অউর মা'লুমাতে আহলে সুন্নাত, ৮৫ পৃষ্ঠা)

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১	বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিজরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
২	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দিন আলাল মুত্তাকী আল হিন্দি, ওফাত ৯৭৫ হিজরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
৩	মাজমাউয যাওয়ায়েদ	হাফিয নুরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর হায়তামি, ওফাত ৮০৭ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৪	আল কওলুল বদী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী, ওফাত ৯০৪ হিজরী	মু'সাসাতুর রায়ান, বৈরুত, ১৪২২ হিজরী
৫	নেকীর দাওয়াত	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩২ হিজরী
৬	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩৫ হিজরী
৭	ওয়াসায়িলে বখশীশ	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩৬ হিজরী

এই রিসালাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** উর্দূ ভাষায় প্রকাশ করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com, **web :** www.dawateislami.net

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তানের বাণী

❁ হাদীসে পাকের ৩৮০টি কিতাব রয়েছে, আজকাল সব হাদীসের কিতাব পাওয়াও যায় না, সুতরাং যদি কখনো কেউ তোমাদেরকে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে এরূপ বলো যে, এই হাদীস কোন কিতাবে নেই বরং এভাবে বলো যে, এই হাদীস আমার স্মরনে নেই, বা আমি পড়িনি। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ২/৩২৩) ❁ কোরআন ও হাদীস এবং দ্বীনি কিতাব সম্পর্কে এরূপ বলা উচিৎ নয় যে, ওখানে পরে আছে বরং এভাবে বলা উচিৎ যে, ওখানে রাখা আছে। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ২/৪৩৮) ❁ শক্তিশালী বয়ান করুন, যেসকল মাসআলা বর্ণনা করবেন তা যেনো দলিল সমৃদ্ধ হয় এবং কিতাবের অধ্যয়ন করুন। ❁ জ্ঞানের প্রতি যতই মনযোগী হবে, ততই সফলতা অর্জন করবে। ❁ আপনারা হলেন দ্বীনের মুবাল্লিগ এবং মুখপাত্র, আপনার আচার আচরণ নিরেট হওয়া উচিৎ। ❁ ইলম ও ওলামাদের মাহাত্ম্যের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকুন, এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে ওলামাদের মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয়। ❁ কখনো ইলমে দ্বীনকে দুনিয়া অর্জনের উপায় বানাবেন না, যদি বানান তবে ক্ষতির সম্মূখিন হবেন। ❁ ওলামায়ে কিরামগণ সর্বদা পোশাক উজ্জল এবং উন্নত পরিধান করুন, তাছাড়া এর শরীয়তের গুরুত্ব বিবেচনা করাও আবশ্যক। ❁ নামাযীদের সহিত সদাচরন করুন। যে সকল সুন্নি ধোঁকার মধ্যে রয়েছে, তাদের সংশোধন অব্যাহত রাখুন। ❁ দ্বীনের খেদমত, দ্বীনের জন্য করুন, লোভ করবেন না। যদি এক স্থান থেকে খেদমত কমে যায় তবে আরেকটি স্থান থেকে অভাব পূরন হয়ে যাবে। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান, ২/৪৩৮) ❁ একবার কোন একজন বলেন: আমি আপনদের সাথে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করতে চাইনা, ততক্ষণ দ্বীনের তাবলিগ এবং বদ মাযহাবীদের খন্ডনে অতিবাহিত করবো। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান, ২/৪৩৮-৪৩৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা